দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24/3/79 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

012

বিজ্ঞান-যাদুঘর

ঢাকায় অবস্থিত বিজ্ঞান-যাদুঘর শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মনে যে গভীর কৌতূহল জাগ্রত করতে পেরেছে, তার প্রমাণ এই যাদুঘরের জনপ্রিয়তা। অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি ছোটখাট বাড়িতে যাদুঘরটি অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বছরে প্রায় এক লক্ষ দর্শক তা পরিদর্শন করে। এই পরিসংখ্যান বিজ্ঞান শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আশান্বিত করে তোলে।

বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা ছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক অগ্রগতি কোনমতেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞান হচ্ছে আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপ যা আমাদের প্রকৃতি নামক দৈত্যকে বশে এনে দেয়। কিন্তু, স্বীকার করতে হবে, সেই প্রদীপ এখনও আমাদের করায়ত্ত নয়। সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে বিজ্ঞানের চর্চা যতটা ফলিত, অর্থবহ ও ব্যাপক হওয়া দরকার, আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা তার ধারে-কাছেও পৌঁছায়নি।

ঢাকায় একটি বিজ্ঞান-যাদুঘর আছে সত্যি; কিন্তু, আমাদের স্কুল-কলেজগুলিতে বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীর দশাটা কি? সেগুলিও প্রায় যাদুঘর-বিজ্ঞানের প্রাগৈতিহাসিক সব নিদর্শনের। আমাদের পল্লী অঞ্চলের স্কুলে এবং মফস্বলের কলেজে বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষার অবস্থা খুবই করুণ।

আমরা আশা করব, সারা দেশে অর্থবহ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে সরকার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনার কথা ভেবে দেখবেন। সৃজনশীল বিজ্ঞান চর্চা যতটুকু আছে তাও শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান শিক্ষা সমাজের জন্যে যথেষ্ট অর্থবহ নয়। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার।